মেহেরপুরে ব্রয়লারের দাম বেড়ে ডাবল সেঞ্চুরিতে (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে কেজিতে ৭০ টাকা। ব্রয়লার মুরগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সোনালী ও দেশি মুরগির দাম। প্রতি কেজী সোনালী মুরগীর দাম বেড়েছে ৪০ টাকা, দেশি মুরগীর দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৩০ টাকা।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর বড় বাজারের মুরগি বাজারে সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশি মুরগির বিক্রি হয়েছে ৪৫০ টাকা, সোনালি মুরগি ২৭০ টাকা এবং বয়লার মুরগি ২০০ থেকে ২১০ টাকা, ডিম পাড়া (কর্ক) মুরগি ২৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে একই বাজারে দেশি মুরগি বিক্রি হয়েছে ৪৩০ থেকে ৪৪০ টাকা, সোনালী ২৩০ থেকে ২৪০ টাকা এবং বয়লার ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, ডিম পাড়া (কক) মুরগি ২২০ থেকে ২৩০ কেজি দেও বিক্রি হয়েছে। দিনে দিনে মুরগির দাম বেড়ে যাওয়ায় গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে মুরগি বাজার প্রায় ক্রেতা শুন্য দেখা গেছে।

বড়বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী মো: সাকিব বলেন, আগে খামারিদের কাছ থেকে মুরগির বাচ্চার পিস ছিল ২৫ থেকে ৩০ টাকা। এখন সেই মুরগির বাচ্চা ৪৫ টাকা । অনেক দাম বেড়ে গেছে সেই কারণে ব্রয়লার এর দাম বেড়ে গেছে। আবার যদি আগের মতো ব্রয়লারের বাচ্চার দাম কমে, খাবারের দাম কমে তাহলে আগের অবস্থায় চলে আসবে।

বড় বাজার মুরগি ব্যবসায়ী ওয়াদুদ বলেন বর্তমানে ব্রয়লার একটু সঙ্কট আছে। বাকি দেশি সোনালী ডিমপাড়া (কর্ক) পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। ব্রয়লারের দাম বাড়ার কারণে বিক্রয়ের পরিমাণ কমে গেছে।

তিনি আরো বলেন, এই বাজারে আনুমানিক ২০টি দোকান আছে এখান থেকে গড়ে প্রতিদিন সোনালি মুরগি ৬০০ কেজি, ডিম পাড়া (কক) মুরগি ২৫০ কেজি, ব্রয়লার ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ত বিক্রয় হয়।

এ সময় বাজারে মুরগি কিনতে আসা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী বলেন, ব্রয়লার মুরগি ২১০ টাকা কেজি। আমরা গরিব মানুষ কিনে খাব কি করে। আমরা দিনে ৫০০ টাকা উপার্জন করি ২ কেজি মুরগির কিনলে খরচ হয় ৪২০ টাকা। তাহলে চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি কিনব কি দিয়ে আর সংসার চালাবো কি

করে। হয় চুরি করতে হবে, আর তা নাহলে ডাকাতি করতে হবে বলে তিনি আক্ষেপ করেন।

মমতাজ নামের এক মহিলা ক্রেতা বলেন, আমাদের মত গরিব মানুষদের ব্রয়লার মাংসও জুটবে না। এভাবে দাম বাড়তে থাকলে মুরগি কেনা নয়, সংসার চালানোয় দায় হবে।

জীবননগরে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জীবননগরে অতিরিক্তি দামে সার বিক্রি করায় এক বিসিআইসি ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার দুপুরে জীবননগর হাসপাতাল গেটের সামনে মেসার্স হক ট্রেডার্সকে এই জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিসিআইসি সারের ডিলার মেসার্স হক ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে অতিরিক্তি দামে সার বিক্রির অভিযোগ ছিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ১১০০ টাকা বস্তার ইউরিয়া সার ১২৫০ টাকায়, ১১০০ টাকার টিএসপি সার ১৭০০ টাকায় এবং ৮০০ টাকার ডিএপি ৯৫০ টাকায় বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাই বিসিআইসি সারের ডিলারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির দুটি রশিদ বই জব্দ করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান

অব্যাহত থাকবে।

কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উপজেলার হসপিটাল রোড সংলগ্ন বিসিআইসি ডিলার মেসার্স গাফফার এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা ও তরুণ মোড় সংলগ্ন বিসিআইসি সাব-ডিলার মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বাজারে ডিলাররা এমওপি সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও খুচরা বিক্রেতারা দাম বেশি রাখছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার বিকেলে উপরোক্ত এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে যৌথভাবে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায় মেসার্স গাফফার এন্টারপ্রাইজ এমওপি ও টিএসপি সারের দাম সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে বিক্রি করেছে এছাড়াও মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজও বেশি দামে সার বিক্রি করেছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ শাহীদুল ইসলাম যৌথভাবে আদালত পরিচালনা করেন।

এ বিষয়ে কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল বলেন, সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানাসহ কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কৃষকদের স্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ সময় তিনি জনসাধারণের কাছে অনিয়মের তথ্য চেয়ে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় সার বেশি দামে বিক্রি করায় জরিমানা

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। শনিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় কুড়ুলগাছি বাজরের কাউন্সিল মোড়ে অবস্থিত মেসার্স রফিক ট্রেডার্সে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম বলেন, কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সারের দাম বেশি না নিতে পারে, সে বিষয়ে তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা হবে।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্যে কীটনাশক ও সার বিক্রি করায় এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘোড়ামারা বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)

আব্দুল জব্বার।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এছাড়াও ভেজাল ও নকল কীটনাশক বিক্রি করার অভিযোগে ঘোড়ামারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

ভোড়ামারা বাজারে সুমি ট্রেডার্সের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।তদারকিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীর জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার আইলচারার বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আইলচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। আইলচারা বাজারে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজে গিয়ে দেখা যায় ইউরিয়া সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ২৬ টাকা, এমওপি সার প্রতি কেজি ১৫ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা, ডিএপি সার প্রতি কেজি ১৬ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা, টিএসপি সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করছেন।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজের মালিক মোঃ সাইদুল ইসলামকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি অফিসার সৌতম কুমার শীল, কুষ্টিয়া জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে ফের দাম বাড়ল সয়াবিনের

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে তা লিটারে ৯ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে-যা মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর করা হয়।বিশ্ববাজারে সয়াবিন তেলের দাম নিম্নমুখী। এরপরও দেশে বাড়ানো হলো এর দাম।

পরিশোধন মিল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি জানিয়েছে।

এদিকে তেলের দাম বাড়ায় ক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, বাজারে সব ধরনের পণ্যের উচ্চমূল্যের মধ্যেই তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে আয়ের সঙ্গে ব্যয় সামলাতে ভোগান্তি আরও বাড়বে।

মিল মালিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রি হবে ১৭৫ টাকায়, যা এর আগে ১৬৬ টাকা ছিল। অর্থাৎ, খোলা সয়াবিনের দাম লিটারে বাড়ছে ৯ টাকা। আর প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৯২ টাকায়, যা এতদিন ১৮৫ টাকা ছিল। অর্থাৎ লিটার বোতলে ক্রেতাকে ৭ টাকা করে বাড়তি গুনতে হবে। সয়াবিন তেলের ৫ লিটারের বোতল বিক্রি হবে ৯৪৫ টাকায়। সেক্ষেত্রে লিটার প্রতি দাম পড়বে ১৮৯ টাকা।

নতুন সিদ্ধান্তে সয়াবিনের দাম বাড়লেও লিটারে ৭ টাকা কমেছে পাম

তেলের দাম। প্রতি লিটার পাম তেল এখন বিক্রি হবে ১৪৫ টাকায়, যা আগে ১৫২ টাকা নির্ধারিত ছিল।

এদিকে বিশ্ববাজার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জুনে প্রতি টন সয়াবিন তেলের মূল্য ছিল ১৭৫১ ডলার। মঙ্গলবার তা ছিল ১৫১৬ ডলার। অর্থাৎ এ সময়ে প্রতি টনে দাম কমেছে ২৩৫ ডলারেরও বেশি।

সমিতির সচিব নুরুল ইসলাম মোল্লা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিছুটা কমলেও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে। সে কারণে আমরা লিটারে দাম ২০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলাম।

মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সমিতির চিঠিতে বলা হয়, ৩ আগস্ট সয়াবিন তেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী ১৭ আগস্ট আলোচনার পর মূল্যবৃদ্ধির এ ঘোষণা দেওয়া হলো। ২৩ আগস্ট থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে।

রাজধানীর নয়াবাজার ও কেরানীগঞ্জের জিনজিরা কাঁচাবাজার ঘুরে এবং বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, খুচরা বাজারে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৮২ টাকায়, যা ১৭৫ টাকা নির্ধারিত দামের তুলনায় ৭ টাকা বেশি। পাশাপাশি প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৯২ টাকা। আর পাম তেলের দাম কমানো হলেও আগের দরে প্রতি লিটার ১৫০-১৫২ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা ১৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জিনজিরা কাঁচাবাজারে তেল কিনতে আসা মো. ইসমাইল বলেন, ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা হলেই তেলের দাম বাড়ায়। কিন্তু গণমাধ্যমেই খবর শুনছি বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে। তাহলে আমাদের দেশে কীভাবে তেলের দাম বাড়ে। সরকার আমাদের কথা একটুও মাথায় রাখে না। বাজারে একের পর এক পণ্যের দাম বাড়ছে। আমাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

জিনজিরা কাঁচাবাজারের মুদি বিক্রেতা সাক্কুর আলম বলেন, বাজারে নতুন দামে বোতলজাত সয়াবিন সরবরাহ নেই। দু-একদিন সময় লাগবে সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে। তবে অনেক অসাধু বিক্রেতা আগের বোতলজাত সয়াবিন নতুন দামে বিক্রি করছে, যা কাম্য নয়।

জানতে চাইলে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, পরিবহণ ভাড়া বৃদ্ধির অজুহাতে অনেক

পণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবেও বাড়ছে। সেই দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে না আনতেই সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হলো। এতে ক্রেতাদের ব্যয় আরও বাড়বে। তাই সংশ্লিষ্টদের উচিত তেলসহ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে যে যে পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নেওয়া। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা। পরিবহণ খরচ বাড়ায় পণ্যের দাম কত হয়, তা নির্ধারণ করা। এতে অসাধুরা সুযোগ নিতে পারবে না।

কার্পাসডাঙ্গায় বেশি দামে বিক্রি সার করায় জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে তিনি এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় কার্পাসডাঙ্গা ব্রিজ মোড়ে অবস্থিত মেসার্স হাসিবুর ট্রেডার্সের মালিক হাসিবুর রহমান হাসিব ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস ও দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকশ দল।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম বলেন, কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সারের দাম বেশি না নিতে পারে, সে বিষয়ে তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা হবে।